R. N No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭১শ বর্ষ. ৪৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯১ সাল ২৭শে মার্চ, ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ১৭৲সডাক

সি পি এমের উপেক্ষা ও ঘাট ইজারার শর্তে রক্ষা পেল পুরবোর্ড

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : নতুনভাবে পুরবোর্ড গড়তে সি পি এম অগ্রণী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জঙ্গিপুর পুরসভায় বর্তমান বোর্ড ক্ষমতায় রয়ে গেলেন। ১৫ সদস্যের পুরসভায় ১০ জনের সমর্থন নিয়ে বর্তমান মুখারজি বোর্ড দ্বিতীয়-বার ক্ষমতা দখল করেন ৮৪ সালের এপ্রিলে। এবারে তাদের ৩ সদস্য যথাক্রমে রাজারাম মুন্দ্রা, মহম্মদ মুন্সী ও হরেন মণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়ে মুখারজি বোর্ডের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং সি পি এম নেতাদের বোর্ড গড়ার ব্যাপারে সমর্থন করতে এগিয়ে যান। এ নিয়ে একটি অনাস্থা নোটিশও দেওয়া হয়। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সে অনাস্থা কার্যকরী হয়নি। বিদ্রোহী ৩ সদস্যকে দলে ফিরিয়ে আনতে গোপনে ঠিক হয়েছে পুরসভার দুটি ফেরীঘাট পুনরায় বর্তমান ইজারাদারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে আসছে বছরের জন্য। শোনা যায়, ঘাটের বর্তমান ইজারাদার বিদ্রোহী ৩ কমিশনারদের মধ্যে একজনের বেনামদার প্রতিনিধি। বলতে গেলে ফেরীঘাট ইজারার হাতছানিই বিক্ষুব্ধদের দলে ফিরিয়ে এনে বর্তমান বোর্ডের আয়ু রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান বোর্ড টিকে যাওয়ার আরও একটি কারণ বিক্ষুব্ধ ৩ কমিশনারের সমর্থন পেয়েও সি পি এম নেতারা নতুনভাবে 'পরনির্ভরশীল' বোর্ড গড়তে খুব একটা অগ্রসর হন নি। নেতারা মনে করেন—এর ফলে তাদের বোর্ড কিছু 'বাস্তুঘুঘু'র হাতের পুতুল হয়ে পড়ত। সি পি এম নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেছে, তাঁরা চাইছিলেন বিক্ষুব্ধদের নিয়ে বর্তমান মুখারজি বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে। সেই সঙ্গে তাঁরা দাবী তুলতেন—পুরসভা সুপারসীড করে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা নমিনেটেড বোর্ড নিয়োগের। রাজ্য মন্ত্রীসভাকে ধরে, সি পি এম নেতারা এটা করিয়ে আনতে পারলে বকলমে পুর কর্তৃত্ব তাঁরাই দখল করতে সমর্থ হতেন। এই রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ফলেই তাঁরা নতুন বোর্ড গড়তে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। এদিকে সি পি এম পুরসভায় এক কমিশনারের ভাইকে চাকরি দেওয়া নিয়ে শহর জুড়ে একটা জোর প্রচার চালাতে চাইছে। ৩-৪ মাসের মধ্যে পুর নির্বাচন হতে পারে—এই ভেবেই আন্দোলন ও প্রচার গড়ে তুলছেন সি পি এম নেতারা। কমিশনারের ভাই-এর এই নিয়োগকে ঘিরেই ক্ষমতাসীন বোর্ডে মনান্তর দেখা দেয়। দেখা দেয় ক্ষোভ। এবং সৃষ্টি হয় বর্তমান জটিল অবস্থার।

সি পি এমের অভিযোগ : জঙ্গিপুর পুরসভার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কমিশনার অপূর্ব সরকারের ভাইকে ঐ পুরসভার কর আদায়কারী পদে নিয়োগ করার জন্য পৌর আইনসহ সরকারী নিয়ম নীতিকে অগ্রাহ্য করে নিয়োগের জন্য চেষ্টা চলছে বলে সি পি এম নেতা বালক মুখারজি অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান, সরকারী নিয়ম হচ্ছে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রফেসনাল ট্যাকসে কমপালসারি দণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সার, কাপড় ইত্যাদির খুচরো ব্যবসায়ীদের এ বছর ৩১ মারচের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা করে প্রফেসনাল ট্যাকস মিটিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় লাইসেন্স রিনিউ হবে না। তাই রঘুনাথপুরে প্রফেসনাল ট্যাকস অফিসে ব্যবসায়ীদের হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। সুযোগ বুঝে এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর যোগ-সাজসে একদল দালাল বে-আইনী রোজগারে মেতে উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী চার পৃষ্ঠার একটি ফরম দুই প্রস্থ পূরণ করে অফিসে জমা দিলে অফিস থেকে একটি নম্বর দেওয়া হবে এবং সেই নম্বরের অনুকূলে ষ্টেট ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ টাকা প্রফেসনাল ট্যাকস জমা দিতে হবে। ফরম বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে সরবরাহ করার কথা। কিন্তু ব্যবসায়ীরা অফিসে গিয়ে ফরম পাচ্ছেন না—অথচ দালালদের হাতে গাদা গাদা ওই ফরম ঘুরছে। রেট—শুধু একজোড়া ফরম নিলে পনের থেকে কুড়ি টাকা, আর পূরণ করলে ফরম সমেত তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। ফলে বাধ্যতামূলক দণ্ড। পঞ্চাশ টাকা ট্যাকসের জন্য পঞ্চাশ টাকা ঘুষ। ঠিক যেন সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক। কাউন্টারে হাউস ফুল বিজ্ঞপ্তি, আর চোরাকারবারীদের হাতে গাদা গাদা টিকিট। এক্ষেত্রেও অফিস থেকে বলা হচ্ছে ফরম নাই—অথচ দালালদের কাছে ফরমের কোন অভাব নাই। সরকারী ফরম ওদের হাতে গেল কি করে সেটাই ব্যবসায়ীদের বড় প্রশ্ন। এদিকে সময় কম, কাজেই সমপরিমাণ ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। এর জন্য তাঁদের ক্ষোভের অন্ত নাই। কিন্তু কে শোনে কার কথা? চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এ ব্যাপারে তাঁরা জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জীপ-লরি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোমবার দুপুরে ফরাক্কার বল্লালপুরের কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে ফরাক্কাগামী একটি জীপের সঙ্গে বিপরীতমুখী একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ৪ ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। মৃতরা সকলেই ছিলেন অভিশপ্ত জীপটির আরোহী। দুর্ঘটনায় আহত আরও ২ জন জীপযাত্রীর অবস্থা এখনও (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইনগত সাহায্য আলোচনা চক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা আইনগত সাহায্য ও উপদেশ দান কমিটির উদ্যোগে গত ২১ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক বি বি মহাপাত্র উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, যারা দুর্বল নিঃসহায় মানুষ, আইন জানে না, তাদের জানিয়ে দিতে হবে। যাদের পয়সা আছে তারা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারবে। যাদের পয়সা নাই তাদের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি।

জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক পি কে আগরওয়ালা বলেন, সংবিধানে যে আইন পাবার সুযোগ আছে তা সবাইকে জানাতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ত্রিলোচন সিং। জেলা লিগাল কমিটির সম্পাদক প্রিয়নাথ রায় জানান, গ্রামে যাদের পাঁচ হাজার ও শহরে যাদের সাত হাজার টাকা আয় তারাই এই আইন গত সাহায্য পাবেন।

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯১ সাল।

অভিযোগ মূলে

গত ৪ মার্চ সমসেরগঞ্জ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে সমসেরগঞ্জ বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট যে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, তাহার মূলে কিছু অভিযোগ ছিল বলিয়া প্রকাশ। অভিযোগ পাহাড়-ঘাটী হইতে কাঁকুড়িয়া পর্যন্ত নির্মিত রাস্তা সম্পর্কে। আর ই পির অধীন প্রকল্পে সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি নির্মাণের জন্য ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

এই রাস্তা নির্মাণ করিবার ফলে বেশ কিছু গরীব মানুষকে বাস্তুহারা হইতে হয়। ভিটামাটি হারাইয়া এই সব লোককে যেখানে সেখানে থাকিতে হইতেছে। তাঁহাদের পুনর্বাসন, ত্রিপল কিংবা জি আর-এর ব্যবস্থা নাকি অদ্যাপি করা হয় নাই। কোন প্রকল্পের কাজে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কিছু ত্যাগ করিতে হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই ত্যাগ বা ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিবারও ব্যবস্থা থাকে। রাস্তা নির্মাণে যাঁহারা বাস্তুচ্যুত, তাঁহাদের পুনর্বাসন অবশ্যই প্রয়োজন। এই অতি দরিদ্র লোকেরা দিন আনিয়া দিন খান। তাঁহাদের স্বাবলম্বী হইয়া পুনর্বাসিত হওয়া স্বপ্ন বিলাস মাত্র। সুতরাং যথোপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা এই দরিদ্র মানুষদের বসবাসের আশা করা আদৌ অন্যায় নহে। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে জি আর-এর ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

সংবাদে প্রকাশ, বোগদাদনগর, তিন-পাকুড়িয়া ও কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় চৌকা প্রথায় রাস্তা নির্মাণের কাজ চলিতেছে। অভিযোগে আরও বলা হইয়াছে যে, চৌকা প্রতি আট টাকা পঞ্চাশ পয়সার পরিবর্তে সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ এই ডেপুটেশন স্থানীয় জনগণের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

আলোচ্য ডেপুটেশনে দুর্নীতির কথাও উঠিয়াছে। দুর্নীতি ত আজ এক সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতি কোথায় না রহিয়াছে, আর কিসে না রহিয়াছে! স্বাধীনতা উত্তরকালে এইটি আমাদের এক পরমপ্রাপ্তি। দুর্নীতির জন্য একদা প্রায় ভিখারী, লক্ষপতি হইয়া স্ববংশের বিনাশ্রম বহাল তবিয়তে জীবনযাপনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি রাখিতেছে। দুর্নীতির ফলে খাদ্যে বিষ; ঔষধ রোগ নিরাময়ে অক্ষম। এই দুর্নীতির প্রভাবে কারখানার বিষাক্ত গ্যাসে হাজার হাজার মানুষ সম্পূর্ণ অজানা অবস্থায় মৃত্যুর শীতল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আজ 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। দুর্নীতির শিকার দরিদ্ররাই বেশী।

আশার কথা এই যে, বি ডি ও পঞ্চায়েত সভাপতি সুষ্ঠুভাবে রাস্তার কাজ যাহাতে ত্বরান্বিত হয়, তাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

একান্ত কাম্য

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কলেজের মত জঙ্গিপুর কলেজের অশিক্ষক কর্মীদের ধর্মঘট চলিতেছে। এই আন্দোলনের ডাক দিয়াছেন যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী জঙ্গিপুর কলেজ শিক্ষাকর্মীরা প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। তাঁহারা গত ১৮ মার্চ বেলা ১টা হইতে কলেজ গেটে অনশনও পালন করেন। এখন লাগাতার ধর্মঘট চলিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কর্মীরা তাঁহাদের ন্যায্য দাবীর কথা দীর্ঘদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহার কোন সুফল ফলে নাই। তাঁহাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। ফলে আজ তাঁহারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামিতে বাধ্য হইয়াছেন। ধর্ম-ঘটীদের প্রধান দাবী: বিশ্ববিদ্যালয় পে-স্কেল, ১ : ১ হারে ইউ ডি চালু, টিফিন ও কমপেনসেটারী এ্যালাউন্স, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ইত্যাদি। প্রকাশ যে, সরকারের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য কোন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা এই আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন।

কলেজ শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ দীর্ঘ-দিনের। তাঁহারা অনেক দিন হইতে সুযোগ সুবিধায় বঞ্চিত। কলেজ অধ্যাপকেরা যখন আন্দোলন করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের বেশ কিছু দাবী আদায়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে অধ্যাপকদের সংখ্যা ত কম নহে। তাই আন্দোলন করিয়া তাঁহারা সরকারকে সচেতন করিতে পারিয়াছিলেন। অধ্যাপকদের সংখ্যার তুলনায় কলেজ শিক্ষাকর্মী সংখ্যা ধর্তাব্যর মধ্যে পড়ে না। তাই বোধ করি, তাঁহাদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সরকারী স্তরে সচেতনতা তেমন লক্ষণীয় নহে। অধ্যাপকদের যে বেতনহার হইয়াছে, তাহা অবশ্যই সন্তোষজনক বলিতে হইবে। কিন্তু অশিক্ষক কর্মীদের ক্ষেত্রে সুবিচার করা হয় নাই। অধ্যাপকদের সাপ্তাহিক কাজের মধ্যে বিরতি থাকে; অশিক্ষক কর্মীরা সে সুযোগ পান না। অফিসের গুরু বোঝা তাঁহারাই টানিয়া চলেন। সে তুলনায় তাঁহাদের পারিশ্রমিক সন্তোষজনক নহে। এই কলেজ কর্মী-দের সংখ্যাল্পতার জন্যই কি ভাগ্যের এমন বিড়ম্বনা? জনদরদী ও মেহনতী মানুষের সরকারের নিকট তাঁহারা কথঞ্চিৎ সহানুভূতি এই দুর্মূল্যের বাজারে অবশ্যই প্রত্যাশা করিতে পারেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাঁহারা অধ্যাপকদের ন্যায় ছাত্রপ্রতি প্রায় তিন অঙ্কের দক্ষিণায় গৃহ-অধ্যাপনার স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। ভদ্রভাবে জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম দাবীটুকু আজিকার সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধির অস্বাভাবিক চাপে নিশ্চয়ই বিবেচিত হইবে—এইটুকু আশা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নহে। একে ত কলেজে পাঠনকার্য নানাভাবেই ব্যাহত হয়; লাগাতার ধর্মঘট চলিলে পড়াশুনা একেবারে রসাতলে যাইবে। সুতরাং এই ধর্মঘটের ব্যাপারে আশু সু-মীমাংসা একান্ত কাম্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

বিকল টেলিফোন

সরকার পল্লী গ্রামের সঙ্গে শহরের তথা সরকারী অফিসের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু টেলিফোন পোষ্ট অফিসগুলিতে দিয়াছেন, পরিকল্পনা সত্যই প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু মূলতঃ দেখা যাইতেছে বংশবাটি, হারুয়া, বহুতালী ইত্যাদি গ্রামে যে টেলিফোনগুলি আছে তাহা সপ্তাহে ৬ দিনই খারাপ হয়ে থাকে। বেশ কয়েকবার টেলিফোন ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এর কোন পরিবর্তন হচ্ছেনা, তবে এঁরা যে চেষ্টা করলে ঠিক রাখতে পারেন সেটি কিন্তু বুঝা গিয়েছে নির্বাচনের ২ দিন। এই দুই দিন কিন্তু খারাপ হয়নি, ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ আপনাদের সংবাদ পত্র মাধ্যমে করিতে বাধ্য হইলাম। হয় এইগুলি ঠিক ভাবে চালু রাখা হউক না হয় সরকারী অর্থের অপচয় না করিয়া এগুলি তুলিয়া লওয়া হউক।

শ্রীউমাপতি মণ্ডল
প্রধান, বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত

সিনেমায় অশ্লীল বিজ্ঞাপন

স্থানীয় "ছায়াবাণী সিনেমা হলে" "লিলিয়া" কোম্পানীর মেয়েদের একদম উলঙ্গ প্রায় অবস্থায় "ব্রা" এর চলমান চিত্র দেখানো হচ্ছে। আমরা বাঙালী বাংলাদেশে বাস করি। আমাদের ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখতে গিয়ে যদি ঐ ধরনের চিত্র দেখে, তাহলে আমাদের সমাজে ছেলেমেয়েরা কখনো কি সুসভ্য হবে? এই চিত্র কেন রঘুনাথগঞ্জ শহরের সিনেমায় দেখাবার অনুমতি পেলো জানিনা এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে কি কিছু করার আছে? যদি থাকে তাহলে অবিলম্বে ঐ বিজ্ঞাপন চিত্র প্রচার বন্ধ করবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিপ্লব ভট্টাচার্য্য
রঘুনাথগঞ্জ

শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১৫ মার্চ থেকে সুতী ১নং ব্লকে সু-সংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ১৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে 'পরিপূরক খাদ্য কর্মসূচী' চালু হয়েছে। এই খাদ্য কর্মসূচীতে গ্রামের গরীব মানুষ যথা ভূমিহীন, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, তপশিলী জাতি/উপ-জাতি সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরা এবং মহিলারা বিশেষতঃ গর্ভবতী ও প্রসূতি মা উপকৃত হবেন। সুতী ১নং শিশু বিকাশ প্রকল্পে ৮৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন করে মহিলা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী কাজ করবেন। প্রতি কেন্দ্রে এঁদের সাহায্যকারী একজন করে থাকবেন। এরা স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে মাসিক সাম্মানিক ভাতা পেয়ে থাকেন। প্রতি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তিন থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুদের নন্ ফরম্যাল প্রি স্কুল এডুকেশন দেওয়া হবে। শারীরিক, মানসিক, ভাবগত, সামাজিক ও মননশীল বিকাশ সাধনের জন্যই এই প্রি স্কুল এডুকেশন। অপুষ্টি ও নানান রোগের শিকার থেকে বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ শিশুর মৃত্যুর হারকে কমানোর জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় এই প্রকল্প। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা—সবই এই প্রকল্পের আওতায় আছে।

এক সাক্ষাৎকারে সদ্য নূতন এই প্রকল্পের সি ডি পি ও জানালেন, আগামী মে-জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের বাকী সব কেন্দ্রে সবরকম কর্মসূচী আরম্ভ হয়ে যাবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে গেলে সরকারী প্রচেষ্টার সাথে সাথে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/ WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender document for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 22. 3. 85 to 13. 4. 85 from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Aprox. value Completion period (in lakhs)	E. M. D./ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Earthfilling for development of coal dumping yard in between emergency hopper & MGR Railtrack at permanent siding of plant site of FSTPP. NIT no FS : 42 : CS : 796/T-7/85.	16.5 Four Months	Rs. 33,000/- Rs. 100/-	15-4-85 at 11-00 AM.
2.	Earthfilling along boundary wall & Petrol road adjacent to MGR embankment at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 793/T-8/85.	12.0 Four Months	Rs. 24,000/- Rs 100/-	1-54-85 at 11 00 AM
3.	Security fencing around unit-1 including Auxiliary Boiler & Transformer yard at plant site of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 795/T-9/85.	2.0 Two Months	Rs. 4000/- Rs. 50/-	15-4-85 at 11-00 AM.
4.	Supply, Erection & commissioning of 2 (Two) nos. 10 T EOT cranes for Maintenance shop & Service Building at plant site of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 788/T-10/85.	Four Months	2% of quoted value Rs. 100/-	15-4-85 at 3-00 PM.
5.	Supply, Erection & commissioning of one no. 5T EOT crane for permanent store at plant site of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 788.1/T-11/85.	Four Months	2% of quoted value Rs. 100/-	15 4-85 at 3 00 PM
6.	Construction & repair of approach roads with drainage works near coal handling plant areas at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 2/85.	4.5 Three Months	Rs. 9000/- Rs. 50/-	16-4-85 at 11-00 AM
7.	Horticulture development work at ty. township, Field Hostel & Permanent Guest House of FSTPP NIT no FS : 42 : CS : 560/T-13/85.	0.8 One Year	Rs. 1600/- Rs. 25/-	16-4-85 at 11-00 AM

P. T. O.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.

2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.

3. Tender received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjuscment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of....................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P. O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742236

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ অধীন সমস্ত সভ্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৮ই এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখ উক্ত সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা বৈকাল ২ (দুই) ঘটিকার সময় উক্ত সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় যথানির্দিষ্ট সময়ে, তারিখে, স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

আলোচ্য বিষয় :—

(১) পূর্ব্ববর্তী সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

(২) ১৯৮৪-৮৫ সমবায় বৎসরের জন্য বাজেট পেশ ও অনুমোদন।

(৩) ১৯৮৪-৮৫ সমবায় বৎসরে সর্বোচ্চ কর্জ গ্রহণের সীমা নির্দ্ধারণ।

(৪) সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন।

(৫) সমিতি ৮২ ও ৮৪ ধারামতে তদন্ত হইয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে আলোচনা।

(৬) সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সদস্যগণ অথবা তাহার নিকট আত্মীয়গণ খেলাপী হইলে সে সম্বন্ধে আলোচনা।

(৭) সমিতির রেজিষ্ট্রীকৃত উপবিধি অনুযায়ী অন্য কোন বিষয় থাকিলে তাহা আলোচনা।

বিঃ দ্রঃ ১৯৭৩ সালের পঃ বঃ সমবায় আইনের ২১ ধারা ও ১৯৭৪ সালের পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলীর ৩৩ ও ৩৫ ধারা পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। আহ্বায়ক—

ফজলুল হক, সম্পাদক
ফরিদপুর এস, কে, ইউ, এস, লিঃ
পোঃ কাশিমনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ

নাবালিকা অপহরণের দায়ে গ্রেপ্তার

ফরাক্কা : গত ৮ মার্চ ফরাক্কা ব্যারেজের ষ্টোর ডি ভশনের পিওন হুমায়ন সেখ এই থানার কাশীনগর গ্রামের নিশিন্দ্রা হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী কল্পনা মণ্ডলকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে উভয়কে তারাপুর কলোনীতে সমসেরগঞ্জ পুলিশ গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেন। সার্টিফিকেট অনুযায়ী মেয়েটির বয়স ১৩ বছর। ছেলেটিকে ৩৬৬, ৩৬৮ ধারা দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়েছে। সামসেরগঞ্জ থানায় মেয়েটি আমাদের প্রতিনিধির নিকট স্বীকার করে যে ছেলেটি তাকে জোর করে বের করে আনেনি। সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে বলে চলে এসেছে। মেয়েটির বাবা ফরাক্কা ব্যারেজের একজন কর্মী বলে জানা গেছে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বাম প্রধানের কীর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : ২০ মার্চ সমসেরগঞ্জ থানার প্রতাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নাকি চাঁদনীদহ গ্রামের শিবপূজার প্রায় দুশো বছরের নথিভুক্ত সম্পত্তির নিম গাছ যার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা কেটে নিয়েছেন এবং পূজার বেদীকে তছনছ করে দিয়েছেন। এই ঘটনার সংগে উক্ত প্রধান, তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং দল-ভুক্ত কর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ। চাঁদনীদহ গ্রামের সমস্ত সম্প্রদায়ের অগণিত জনসাধারণ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বেআইনী কাজের প্রতিকার দাবীতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট গণ-দরখাস্ত পাঠিয়েছেন বলে নির্ভর-যোগ্য খবরে জানা গেছে।

শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

(২য় পৃষ্ঠার পর) বেসরকারী উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজন। গ্রামের শিক্ষিত যুবক, শিক্ষক, সমাজসেবী, পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, জন-প্রতিনিধি—সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্যাপক প্রচার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে হবে। কেননা কমিউনিটি পারটিসিপেসন্ না থাকলে এ ধরনের প্রকল্প সাফল্য লাভ করতে পারে না।

বই মেলা

বহরমপুর : আগামী ৫ এপ্রিল থেকে বহরমপুর ফ্রেনডস্ ইউনিয়ন ক্লাব ময়দানে সাতদিনব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি এবং জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক অধীররঞ্জন ঘোষকে সম্পাদক নির্বাচিত করে বইমেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। জেলার দুই মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আব্দুল বারি এবং সভাধিপতি নির্মল মুখোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী এই কমিটির পৃষ্ঠপোষক। জেলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, ব্যবহারজীবী, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষ, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকরাও এ কমিটিতে রয়েছেন। অন্যান্য বারের মত এ বছরও কলকাতার বিশিষ্ট প্রকাশকদের মধ্যে জেলার বইমেলায় অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেলার বইমেলা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষও বিপুল সংখ্যায় প্রতি বৎসর বইমেলায় অংশ নিচ্ছেন। সাতদিন ব্যাপী আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। জেলা তথ্য দপ্তর সূত্রে খবরটি এসেছে।

ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৯ মার্চ সন্ন্যাসীডাঙ্গার কাছে একটি চাল ভর্তি ট্রাক উলটিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে একজন ও হাসপাতালে পরদিন একজন মারা যায়। ট্রাক চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চাষীরা ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাতে তাঁদের জমি রাখা ও চাষ করা দুঃসহ হয়ে পড়েছে। মনিগ্রামের বেশ কিছু প্রান্তিক চাষীর জমিতে দিন মজুররা অপারেশন বর্গা রেকর্ড করে। কিন্তু বর্তমানে বর্গাদারেরা ঠিকমত জমিতে আবাদও করছে না, ফসলও দিচ্ছে না। অনেকে আবার আমন ধানের জমি পতিত ফেলে রাখছে। জমিতে রবিশস্য লাগালে এক শ্রেণীর লোক তা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আবার এক শ্রেণীর মোষ পালক জোর করে জমিতে মোষ চরিয়ে ছোলা মশুর খেসারী খাইয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত নিয়ে গ্রামের চাষীরা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন। গ্রামে কোন প্রশাসন নাই। চাষীদের বক্তব্য, গ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থা ফিরে না আসলে চাষীরা আর চাষ করতে পারবেন না।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

Tender Notice No. R/I

Sealed tenders are invited quoting rate for sale of obsolete Text Books lying in 26 Block Go-downs and dist. go-down in the district of Murshidabad from traders.

The date of receiving the tenders is 25. 4. 85 upto 2.00 P. M. and the tenders will be opened on the same date.

Tender form, detailed informations and service schedule may be had from the office of the District Inspector of Schools, (Pry.Edn) Murshidabad on all working days between 12 noon to 3 p m. upto 24.4.85.

District Inspector of Schools,
(Primary Education), Murshidabad.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ শাখা অফিসসহ) সন ১৩৯২ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিল্ড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডার ১৩৯১ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্ন ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং উক্ত ৩০শে চৈত্র ১৩৯১ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির সেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকি-এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

ইতি -

তারিখ — স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
১-১২-৯১ — সেক্রেটারী, ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি
১৫-৩-৮৫ — মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (শাখা অফিসসহ) সন ১৩৯২ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডার ১৩৯১ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্ন ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং উক্ত ৩০শে চৈত্র ১৩৯১ তারিখেই টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির সেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

তারিখ — মহঃ মতিউর রহমান
১১-১২-৯১ — সেক্রেটারী, ধুলিয়ান বিড়ি
২৫-৩-৮৫ — মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

বিঃ দ্রঃ যে সমস্ত বিড়ি কোম্পানী রামনবমী করেন সে ক্ষেত্রে ১৫-১২-৯১ তারিখ বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য।

জীপ-লরি সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর) আশংকাজনক। তাঁরা হোলেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার গান্ধীরোশন শেঠি এবং ওভারসীয়র মৃণাল মানি। আমাদের সংবাদদাতা দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি জানাচ্ছেন, জঙ্গিপুর ব্যারেজের রাইট ব্যাংক ডিভিসনের ডব্লু জি জেড ১৪৭৪ নম্বরের জীপখানির সঙ্গে দুপুর আড়াইটে নাগাদ বল্লালপুর পেরিয়ে কিছু দূরেই বিপরীতমুখী টি ডি এম ৯৮৫২ নম্বরধারী একটি চলন্ত লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে জীপটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। জীপের যাত্রীদের মধ্যে দু'জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে। অন্য দু'জন মারা যান হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় আহত আরও দুজন বর্তমানে মালদহ হাসপাতালে রয়েছেন। তাঁদের অবস্থাও সঙ্গীন। লরিচালক পরে ফরাক্কা থানায় আত্মসমর্পণ করে। দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে দু'জন ড্রাইভার ফাল্গুনী দাস (২৮) ও ওয়ার্ক এ্যাসিষ্ট্যান্ট কামদেব ঝা (৩৫) ব্যারেজের কর্মী। শ্রী ঝা আই এন টি ইউ সির একজন নেতাও। নিহত অন্য দু'জন সুব্রত চ্যাটার্জি (৪০) ও অবসরপ্রাপ্ত এক সিকিউরিটি গার্ড (৬০)। এই অকস্মাৎ দুর্ঘটনার খবরে ফরাক্কা ও আহিরণ অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সি পি এমের উপেক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর) কোন স্থায়ী পদে কাউকে নিয়োগ করতে হলে স্থানীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত ব্যক্তিদের নাম পাঠালে তাঁদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত প্রার্থীকে নিয়োগ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র যদি চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থীর নাম না পাঠাতে পারে তবে রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন মারফত দরখাস্ত আহ্বান করে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে। বর্তমান পৌরসভায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী জঙ্গিপুর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম চেয়ে পাঠান। কিন্তু সেখানে বর্তমানে কোন অফিসার না থাকায় কোন নাম সেখান থেকে পাঠানো হয়নি। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে এক চিঠিতে পৌরপতিকে একথা জানান হয় যে, অফিসার এলে নাম পাঠানোর ব্যবস্থা হবে। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে আর কালক্ষেপ করার মতো সময় ছিল না। বালকবাবুর অভিযোগ—ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী পুরবাসীর সমস্যাগুলিকে সমাধানের ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত রয়েছে।

ব্যবহার করুন
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্তিক টুথ পাউডার
যত্নন নিজেয় যাহ্যেদের
মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সোখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

CHITRASREE
STUDIO & COLOUR LAB.
RAGHUNATHGANJ, MURSHIDABAD, W.B.

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয়
এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইস ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।